بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ৩০ আক্টোবর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। হযরত মুআয (রাঃ) ছিলেন অতিশয় দানশীল,(মানব কল্যাণে) অনেক বেশি ব্যায় করতেন । যেকারণে প্রায় সময় তাকে ঋণ করতে হতো। মহানবী (সাঃ) মুআয (রাঃ)এর সমস্ত সম্পত্তি ঐ লোকদের মাঝে বিতরন করে দিলেন। তবুও পুরো ঋণ পরিশোধ হলনা তখন মহানবী (সাঃ) তাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন এবং বললেন, হে মুআয! তোমার ঋণের পরিমান অনেক বেশি; তাই, যদি কেউ তোমাকে কোন উপঢৌকন দেয় তবে তা স্বানন্দে গ্রহণ করবে, আমি তোমাকে এর অনুমতি দিচ্ছি। সেই উপঢৌকন তুমি নিজের জন্য খরচ করতে পারো। তিনি (সাঃ) বললেন, তোমার উপহার গ্রহণের অনুমতি রয়েছে । মহানবী (সাঃ) বলেন, হে মুআয! সম্ভবত আগামী বছর তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না এবং হতে পারে–তুমি আমার মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে। হযরত মুআয মহানবী (সাঃ)এর সাথে বিচ্ছেদের এই বাণী শুনে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। এরপর মহানবী (সাঃ) পবিত্র চেহারা মদীনার দিকে ঘুরিয়ে বললেন, লোকদের মাঝে সে-ই আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী যে ব্যক্তি মুত্তাকী- সে যে-ই হোক আর যেখানেই থাকুক না কেন। অপর এক বর্ননায় রয়েছে, মহানবী (সাঃ) এ উপলক্ষে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ)কে মজলুমের আহাজারিকে ভয় করার বিশেষভাবে নসিহত করেন কেননা তার আর্তনাদ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ)কে মহানবী (সাঃ) ইয়েমেনে কাজী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (রাঃ) তাদেরকে কুরআন ও ধর্ম শিখাতেন। তাদের মাঝে মিমাংসা করতেন। ইয়ামেনে নিযুক্ত কর্মকর্তারা যে যাকাত একত্রিত করত তারা তা হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ)এর কাছে পাঠাতো। হযরত মু'আয (রাঃ) ইয়েমেনের বাইতুল মালের অর্থ ব্যবসায় লগ্নি করেন আর এ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে নিজের ঋণ পরিশোধ করেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর তিরোধান হয়।

হযরত মুআয (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েত, মহানবী (সাঃ) যখন তাকে ইয়ামেনে পাঠাতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যখন কোন সমস্যার সম্মুখিন হবে তখন

তুমি কীভাবে মীমাংসা করবে? তিনি নিবেদন করেন, আমি আল্লাহর গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন থেকে সিদ্ধান্ত দিব। মহানবী (সাঃ) বলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে সে বিষয়ে কোন হুকুম বা বিধান না থাকে? তিনি নিবেদন করেন, তাহলে আল্লাহর রসূলের সুন্নতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করবো। তিনি (সাঃ) বলেন, যদি আল্লাহর রসূলের সুন্নতেও এর বিধান না পাও? তিনি বলেন, আমি ইজতেহাদের মাধ্যমে অর্থাৎ নিজের বিবেক খাটিয়ে সিদ্ধান্ত দিব আর এতে আমি কোন ঘাটতি থাকতে দেবো না। হযরত মুআয (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) এসব কথা শুনে আমার বুকে হাত রেখে বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আল্লাহ্‌র রসূলের দূতকে এমন কথা বলার তৌফিক দিয়েছেন যা আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টির কারণ হয়েছে।

রসূল করীম (সাঃ) হযরত মুআযকে ইয়ামেনবাসীদের জন্য শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং ইয়ামেনবাসীদের লিখেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য আমাদের লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করেছি। এক হাদীসে রয়েছে,মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়েত,হযরত মুআয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) আমাকে দশ'টি বিষয়ের নসীহত করতে গিয়ে বলেন, প্রথম কথা হল, তোমাকে হত্যা করা হলেও বা পুড়িয়ে ফেললেও আল্লাহতা'লার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। দ্বিতীয়ত তোমাকে ঘর বাড়ি ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দিলেওপিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে না। কোন কিছু না দিলেও পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা যাবে না। তৃতীয়ত, জেনে শুনে ফরজ নামায পরিত্যাগ করোনা কেননা জেনে শুনে ফরজ নামায পরিত্যাগকারী আল্লাহতা'লার দায়িত্ব ও নিরাপত্তার গণ্ডি থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। এরপর বলেছেন, মদ পান করোনা কেননা মদ সকল অশ্লীলতার মূল। তারপর বলেন, পাপ এবং অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক কেননা পাপের কারণে আল্লাহতা'লার অসন্তুষ্টি বর্ষিত হয়। তারপর বলেন, শত্রুর মুখোমুখি হলে পালায়ন করবে না। যদি শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যাও তাহলে মানুষ মারা গেলেও ভয়ে পালিয়ে যেয়ো না। তারপর বলেন, মানুষ যদি প্লেগের মত মহামারীতে আক্রান্ত হয় আর তুমি তাদের মাঝে থাক তাহলে নিজ স্থানেই থাকবে। এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য নিজ সাধ্য অনুসারে খরচ করো, যতটা সাধ্য আছে সে অনুযায়ী ব্যয় করো। তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করো। তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদীক্ষা ও তরবিয়তের বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করবে না। তাদের তরবিয়ত সঠিকভাবে করতে হবে, আর তাদেরকে বারবার খোদাভীতির কথা স্মরণ করাও। এই দশ'টি কথা মহানবী (সাঃ) তাকে বলেন।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)কে বলেন, হে মু আয! আমি তোমাকে নিজের স্নেহশীল ভাইয়ের মত উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি, রুগীর সেবা করার উপদেশ দিচ্ছি, বিধবা এবং দুর্বলদের প্রয়োজন মিটানোর উপদেশ দিচ্ছি। অভাবী ও গরীব-মিসকিনদের সাথে বসা, তাদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করা, সদা সত্য কথা বলা এবং এ বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি যে,আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার যেন তোমার পথে বাধ না সাধে। হযরত মাআয (রাঃ) ৯-১১ হিজরী পর্যন্ত ইয়ামেনে ছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমার মৃত্যুর সময় যদি ঘনিয়ে আসে আর হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্‌ (রাঃ)ও যদি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে মুআয বিন জাবাল (রাঃ)কে তাহলে আমি তাকে আমার খলীফা মনোনীত করব এবং আল্লাহ্‌তা'লা যদি তার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি তাকে কেন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার খলীফা নিযুক্ত করেছ, তাহলে আমি এটি নিবেদন করব যে,

আমি তোমার রসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছিলাম, কিয়ামতের দিন তাকে জ্ঞানী লোকদের সম্মুখে রাখা হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার মর্যাদা অনেক উচ্চ হবে। আবু ইদ্রিস খওলানী বর্ণনা করেন, হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ)কে আমি বলতে শুনেছি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আমার খাতিরে যারা পরস্পরকে ভালোবাসবে এবং আমার খাতিরে যারা একে অন্যের সাথে বসে আর আমার জন্য যারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাতকারী এবং আমার খাতিরে যারা একে অন্যের জন্য ব্যয় করে; তারা অবশ্যই আমার ভালোবাসা লাভ করবেঅর্থাৎ এমতাবস্থায় আল্লাহ্তা'লার ভালোবাসা তাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেলো।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমওয়াসের প্লেগে আক্রান্ত হয়ে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)এর মৃত্যু হলে হযরত উমর (রাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)কে সিরিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। সে বছরেই সেই প্লেগের কারণে হযরত মুআয (রা.)-এরও মৃত্যু হয়। কাসির বিন মুর্‌রাহ্ বর্ণনা করেন, হযরত মুআয (রাঃ) তার অসুস্থতার সময় আমাদের বলেন, আমি মহানবী (সাঃ)এর কাছে একটি কথা শুনেছিলাম যা আমি তোমাদের কাছে গোপন রেখেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আমি বলতে শুনেছি, যার শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' হবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ)এর মৃত্যুর সময়ঘনিয়ে এলে তিনি (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি জানো যে, আমি তোমাকে ভয় করি কিন্তু আজ আমি আশায় বুক বাধছি, আমি এই পার্থিব জগৎ ও দীর্ঘ জীবনের প্রতি এজন্য ভালোবাসা রাখি না যে, এখানে কোন খাল খনন করব বা এখানে বৃক্ষ রোপণ করব বরং এই জন্য যে, দ্বীপ্রহরের তৃষ্ণা ও পরিস্থিতির কঠোরতা সহ্য করব আর সে সকল জ্ঞানীর সাথে বসব যেখানে তোমাকে স্মরণ করা হয়। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মুআয (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কাঁদতে থাকেন। তাকে বলা হয় আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি যে মহানবী (সাঃ)এর সাথী। তখন তিনি বলেন, আমি মৃত্যুভয়ে কাঁদছি না আর পৃথিবী ছাড়ার দুঃখেও না। বরং আমি শুধু এজন্য কাঁদছি যে, দু'টি দল হবে; আর আমি জানিনা কোন দলের সাথে উত্থিত হব। একটি জান্নাতী এবং অপরটি জাহান্নামী। আমি তো শুধু আল্লাহ্কে ভয় পাই, সেজন্য কাঁদছি। হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) ১৮ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ৩৮ বছর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হযরত মুআয (রাঃ)এর বর্ণিত ১৫৭ টি হাদীস রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তিনি হলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) আনসারের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সালেমার সদস্য ছিল। তিনি বিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)এর পিতা ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নিয়েছিলেন আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মনোনীত ১২জন সর্দারের একজন ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেন এবং ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্য থেকে প্রথম শহীদ ছিলেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে যখন মদিনার মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বিশ্বাসঘাতকতরা করে, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর তাদেরকে বুঝানের চেষ্টা করেছিলেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এবং মামা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলে আমার মা, অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে

ফুফু, যিনি হযরত আমর বিন জমূহ’র স্ত্রী ছিলেন, তাদের উভয়কে উটের পিঠে মদিনায় নিয়ে আসছিলেন, তখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ঘোষক ঘোষণা দেয় যে, নিজেদের শহীদদের তাদের লড়াইয়ের স্থানে দাফন কর। তখন তাদের উভয়কে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের লড়াইয়ের স্থানেই কবরস্থ করা হয়।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করার সংকল্প করেন তখন নিজ পুত্র হযরত জাবের (রাঃ)কে ডেকে বলেন, হে আমার পুত্র! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি প্রাথমিক শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পশ্চাতে মহানবী (সাঃ)এর সত্তার পর তুমি ছাড়া আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না যে আমার কাছে অধিক প্রিয় হবে। আমার কিছু ঋণ আছে, আমার পক্ষ থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিও আর আমি তোমাকে তোমার বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ওসীয়্যত করে যাচ্ছি। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, পরবর্তী প্রভাতে আমার পিতা সর্বপ্রথম শহীদ হন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) যখন উহুদের (যুদ্ধে) শহীদদের মরদেহ সমাহিত করতে আসেন তখন তিনি (সাঃ) বলেন, তাদেরকে তাদের যখমসহ সমাহিত কর কেননা, আমি তাদের জন্য সাক্ষী। এমন কোন মুসলমান নেই যাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত করা হবে আর সে কিয়ামত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হবে যখন তার রক্ত ঝরতে থাকবে। তার বর্ণ হবে জাফরানী এবং কস্তুরির মতো হবে তার (দেহের) সুগন্ধী। মহানবী (সাঃ) আরো বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ও আমর বিন জমূহ্ কে একই কবরে সমাহিত কর, কেননা তারা উভয়েই ইহজগতে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, তাঁর অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
30 October 2020

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org